এল. এস টি ৪৬১৬/২০২৪

উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত ও ল্যান্ড সার্ভে অতিরিক্ত ট্রাইবুন্যাল
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

আদেশ নং-
তারিখ-

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেননি।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদী আরজি তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস রেকর্ড সংশোধনের ডিক্রীর প্রার্থনায় **১-২৩** নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। ১-২৩নং বিবাদীর প্রতি সমন ঠিকভাবে জারি হলেও তারা অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। যার প্রেক্ষিতে বিগত ১৯/০৬/২০২৩ ইং তারিখের ৬৫ নং আদেশ মূলে তাদের বিরুদ্ধে এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

অত্র মামলা প্রমানের জন্য বাদীপক্ষে **তাপস দত্ত P.W.-1** হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে নিম্ন বর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন।

১। দিবগ্রাম মৌজার আর. এস. ১২৯৩/ ১২৬৯/ ১২৯২/ ৩৩২ নং খতিয়ানের সি. সি. প্রদর্শনী- ১ (সিরিজ)

২। ঐ মৌজার বি. এস. ৩৪৭/ ৭৫/৭৪ নং খতিয়ানের সি.সি. প্রদর্শনী-২ (সিরিজ)

৩। ওয়ারিশ সনদ পত্রের আসল প্রদর্শনী-৩

তাপস দত্ত P.W.-1 এর গৃহীত জবান বন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজাদি (প্রদর্শনী ১ -৩) দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, তফসিলোক্ত ৩৯.৫০ শতক সম্পত্তি মৌরশীসূত্রে স্বত্ববান এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস ৭৪/৩৪৭/৭৫ নং খতিয়ান সংশোধনের প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। বাদীপক্ষের দাবিমতে তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি আর এস ৩৩২/১২৯৩/১২৬৯/১২৯২ নং খতিয়ান অন্তর্ভূক্ত হয়।

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় উক্ত আর এস ১২৯৩ নং খতিয়ানের সি.সি [প্রদর্শনী-১] পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত খতিয়ানভূক্ত আর এস ১৫২৯ ও ১৫৩৪ নং দাগে ৪ + ৬ শতক ভূমির মালিক ছিলেন চন্দ্র কান্ত ও হরিশ চন্দ্র। বাদীপক্ষের দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদর্শনী-৩(ক) হতে দেখা যায় আর এস রেকর্ডী চন্দ্র কান্ত মরনে ১ স্ত্রী, ৪ পুত্র বেনীমাধব, সাতশ চন্দ্র, অবিনাশ ও ফতিশ ওয়ারীশ থাকে। এদের মধ্যে সাতশ চন্দ্র, অবিনাশ ও ফতিশ ভারতবাসী হয়। সুতরাং চন্দ্র কান্তের সম্পত্তি বেনী মধাব এককভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার হরিশ চন্দ্র নিঃ সন্তান মৃত্যুবরন করিলে তৎ স্বত্ব কাকাতো ভ্রাতুষপুত্র বেনী মধাব প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য হরিশ চন্দ্রের অপর ভ্রাতা আর এস রেকর্ডী ভগবান চন্দ্র ভারতবাসী হয়েছিল মর্মে পাওয়া যায়। সুতরাং আর এস ১৫২৯ ও ১৫৩৪ নং

দাগে চন্দ্র কান্ত ও হরিশ চন্দ্রের স্বত্বীয় ৪ + ৬ = ১০ শতক ভূমি বেনী মাধব প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় আর. এস. ১২৬৯ নং খতিয়ানের [প্রদর্শনী-১ (ক)] হতে দেখা যায় আর. এস. ১৫২৮/১৫৩১ দাগের (৩+৪) শতক চন্দ্র কান্তের এবং আর. এস. ১৫৩০ দাগের ০৫ শতক বিপিনের এবং আর. এস. ১৫৩৩ দাগের ০৫ শতক হরিশ চন্দ্রের একক স্বত্বীয় দখলী ছিল। বাদীপক্ষের দাবিমতে আর এস রেকর্ডী বিপিন বিহারী নিঃসন্তান মরনে তৎ স্বত্ব কাকাতো ভ্রাতুষপুত্র বেনী মাধব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ১২৬৯ খতিয়ানের ১৫২৮/১৫৩১/১৫৩০/১৫৩৩ দাগে সম্পূর্ন ১৭ শতক ভুমি বেনী মাধব ওয়ারীশ সূত্রে প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় আর এস ১২৯২ নং খতিয়ানের সিসি প্রদর্শনী-১(খ) হতে দেখা যায় আর এস ১৫২৭ দাগে ৫ শতক ভূমির একক মালিক ছিল বিপিন বিহারী। বাদীপক্ষের দাবিমতে বিপিন বিহারীর সম্পত্তি বেনী মাধব পেয়েছিল। সুতরাং উক্ত ৫ শতক ভুমি মধ্যে বেনীমাধব ২.৫০ শতক ভুমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষের দাখিলীয় আর এস ৩৩২ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদশর্নী-১(গ) হতে দেখা যায় আর এস ১৫০৭ দাগে ২০ শতক ভূমি এজমালে মালিক বিপিন বিহারী, চন্দ্র কান্ত, রতিকান্ত, শ্যামা চরণ, ভগবান চন্দ্র, রুহিনী রঞ্জন, বিশ্বেশ্বর, রাজেশ্বর, সুরেশ্বর ও বিরেশ্বর গং ছিলেন। বাদীপক্ষের দাবিমতে আর. এস. রেকর্ডি চন্দ্র কান্ত, রতিকান্ত ও শ্যামা চরণ এর মধ্যে শ্যামা চরণ সর্ব প্রথম মৃত্যুবরণ করেন। শ্যামা চরনের মৃত্যুতে তার স্বত্ব পুত্র কালিপদ দত্ত প্রাপ্ত হয়। আবার কালিপদ মরণে তৎ স্বত্ব দুই কন্যা ১/২নং বিবাদী প্রাপ্ত হন। অপরদিকে আর. এস. রেকর্ডি রতিকান্ত পুত্র মনোরঞ্জন ও নিরঞ্জনকে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যান। মনোরঞ্জন ও নিরঞ্জন নিঃ সন্তান অবস্থায় একমাত্র কাকাত ভ্রাতা বেনী মাধবকে ওয়ারিশ রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন। ফলে আর. এস. রেকর্ডি রতিকান্তের সম্পুর্ণ স্বত্ব বেনী মাধব প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রতীয়মান হয় যে আর এস ৩৩২ খতিয়ানে ১৫০৭ দাগে ২০ শতক সম্পত্তিতে বিপিন বিহারী , চন্দ্র কান্ত ও রতি কান্তের স্বত্বীয় ১০ শতক ভুমি বেনী মাধব প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বেনী মাধব তফসিলোক্ত ৩৯.৫০ শতক ভুমি পৈত্রিক ও মৌরশীসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার ছিলেন। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় বেনী মাধব মরনে একমাত্র পুত্র বঙ্কিম চন্দ্র মালিক হয় এবং উক্ত বঙ্কিম চন্দ্র মরণে তৎ স্বত্বাংশীয় তপশীলোক্ত ৩৯.৫০ শতক ভূমি দুই পুত্র বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তফসিলোক্ত ৩৯.৫০ শতক ভুমিতে বাদীগণ স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত ৩৯.৫০ শতক ভূমি সংক্রান্ত বি এস জরিপ ভুল ও অশুদ্ধ মর্মে দাবি করেন। নালিশী উক্ত ৩৯.৫০ শতক ভুমি বি এস ৭৪/৭৫/৩৪৭ নং খতিয়ান ভুক্ত হয় মর্মে পাওয়া যায়। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীগনের পূর্ববর্তী বঙ্কিম চন্দ্র বি এস ৩৪৭ নং খতিয়ানের [প্রদর্শনী-২] বি এস ১১৬৫/১১৬৭ দাগে সম্পূর্ন ১০ শতক সম্পত্তি স্বতবান হলেও উক্ত দুই দাগে তার নামে ।।.

আনা অংশ রেকর্ড হয়েছে যাহা সম্পূর্ন ভুল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বি এস ১১৬৫/১১৬৭ দাগে সম্পূর্ন ১০ শতক সম্পত্তি বঙ্কিম চন্দ্রের একক নামে লিপি হওয়া উচিত ছিল বলে আমি বিবেচনা করি। একইভাবে বি এস ৭৪ নং খতিয়ানের সি.সি. কপি [প্রদর্শনী-২(খ)] হতে দেখা যায়, নালিশী বি এস ১১৭০/১১৫৫ দাগে বাদীগণের পূর্ববর্তী বঙ্কিম চন্দ্র এর নামে ।।. আটা আনা অংশের স্থলে ।. চার আনা অংশ জরিপ হয়েছে। প্রতীয়মান হয় উক্ত দুই দাগে বাদীগনের পূর্ববর্তীর নামে কম অংশ জরিপ হয়ে মূল বিবাদীগনের পূর্ববর্তীর নামে অংশাতিরিক্ত ভূমি ভুল ও ভিত্তিহীন ভাবে রেকর্ড হইয়াছে। এছাড়া বি এস ১১৫৫ দাগে কালিপদের নাম এককভাবে লিপি হওয়াটা ভুল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার নালিশী বি এস ১১৬৪/১১৬৬/১১৬৮/১১৬৯ দাগে বাদীগণের পূর্ববর্তী বঙ্কিম চন্দ্র সম্পূর্ন ভূমিতে স্বত্ববান হলেও বি এস ৭৫ নং খতিয়ানে [প্রদর্শনী-২(ক)] তাহার নামে ।. চার আনা অংশ জরিপ হয়েছে যাহা ভুল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত দাগাদি বঙ্কিম চন্দ্র এর নামে এককভাবে জরিপ হওয়া উচিত ছিল মর্মে বিবেচনা করি। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস ৭৪/৭৫/৩৪৭ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে। বাদীপক্ষ তার মোকদ্দমা প্রমাণে সমর্থ হওয়ায় নালিশী খতিয়ান সমূহ অশুদ্ধ (incorrect) মর্মে প্রমাণিত হয়েছে এবং উক্ত খতিয়ান সমূহ সংশোধন যোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থীত প্রতিকার পেতে হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফিসঠিক।

অতএব,

--------আদেশ হয় যে--------

বি.এস. খতিয়ান সংশোধনের প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-২৩ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় ডিক্রী হলো।

এতদ্বারা জেলা-চট্টগ্রাম, থানা-বোয়ালখালী, মৌজা-বিদগ্রাম, জে.এল. নং-২৭, বি এস খতিয়ান নং-৭৪/৭৫/৩৪৭ ত্রুটিপূর্ণ (incorrect) ঘোষণা করা হলো।

অত্র রায়ের গর্ভে আলোচনা নিরিখে বাদীর আরজি প্রার্থনা এবং তপশীলে বর্ণিত মোতাবেক নালিশ উক্ত বি এস ৭৪/৭৫/৩৪৭ নম্বর খতিয়ানে বি এস ১১৭০/ ১১৫৫/ ১১৬৪/ ১১৬৬/ ১১৬৮/ ১১৬৯/১১৬৫/১১৬৭ দাগের আন্দরে ৩৯.৫০ শতক ভূমি বাবদ বাদীর পূর্ববর্তী বঙ্কিম চন্দ্রের নামে এই আদেশের কপি প্রাপ্তির ৬০(ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত ও প্রকাশ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র আদেশ ও ডিক্রীর অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে ডেপুটি কালেক্টর, চট্টগ্রাম ও সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) বোয়ালখালী সহ সংশ্লিষ্টদের বরাবরে প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত ও
ল্যান্ডসার্ভে অতিরিক্ত ট্রাইবুন্যাল
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত ও
ল্যান্ডসার্ভে অতিরিক্ত ট্রাইবুন্যাল
পটিয়া, চট্টগ্রাম।